প্রথম আলো

তারিখ 10 APR 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

৭০ স্কুলের সংস্কারকাজে ত্রুটি

জাহাঙ্গীর শাহ ও মোশতাক আহমেদ ●

আইএমইডির প্রতিবেদন

- ১২টি বিদ্যালয়ের মেঝেতে ত্রুটি দেখা গেছে
- পাঁচটি বিদ্যালয়ের দরজা-জানালা ভেঙে বা খুলে গেছে
- সাতটি বিদ্যালয়ে টয়লেট একেবারেই ব্যবহারের অনুপযোগী

কিছু বিদ্যালয়ের মেঝে ফেটে গেছে, উঠে গেছে আস্তর। কিছু বিদ্যালয়ে ভবনের দরজা ভাঙা। কিছু বিদ্যালয়ের টয়লেট অনুপযোগী। নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রীর কারণে কয়েকটির জলছাদে পানি জমে। অকেজো হয়ে গেছে বেশ কিছু বিদ্যালয়ের নলকূপ। আবার বিদ্যালয় নির্মাণের আগে মাটিও পরীক্ষা করা হয়নি।

এই চিত্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার-দ্বিতীয় পর্যায় (তৃতীয় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতাধীন সংস্কার করা দেশের ৭০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। বিদ্যালয় পরিদর্শন করে এই তথ্য পেয়েছে সরকারের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)। তবে, আইএমইডির পরিদর্শনের পর কোনো কোনো বিদ্যালয় ত্রুটি সারিয়ে ফেলেছে। অথচ প্রকল্পের মেয়াদ এখনো শেষ হয়নি, আগামী জুনে শেষ হবে। গত মাসে আইএমইডির প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। *প্রথম আলোর* পক্ষ থেকেও একাধিক বিদ্যালয় ঘুরে সমস্যা দেখা গেছে।

প্রকল্পের আওতায় ৫ হাজার ৬০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণসহ স্যানিটারি ল্যাট্রিন, টিউবওয়েল স্থাপন ও ২ লাখ ৬৮ হাজার ৮০০ জোড়া উঁচু-নিচু বেঞ্চ, ৩৩ হাজার ৬০০ চেয়ার এবং ২২ হাজার ৪০০টি টেবিল ও ৫ হাজার ৬০০টি স্টিলের আলমারি সরবরাহ করা হয়। তিন দফায় বাড়িয়ে প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ১ হাজার ৬৬৭ কোটি টাকা।

জানতে চাইলে আইএমইডির সচিব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী বলেন, পরিদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে তাঁরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। এখন এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হলো, তা জানার জন্য নিয়মিত খোঁজ রাখা হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

৭০ স্কুলের সংস্কারকাজে ত্রুটি

শেষ পৃষ্ঠার পর

এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষাসচিব হুমায়ুন খালিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, এসব সমস্যার কথা তাঁদের নজরেও এসেছে। এ নিয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁদের কথা হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, জুনের আগেই এসব ত্রুটি সংস্কার করে দেবেন। এ জন্য প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো হবে না।

আইএমইডির প্রতিবেদনে বলা হয়, ৭০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১২টির মেঝে ত্রুটি দেখা গেছে। এর মধ্যে নয়টি বিদ্যালয়ের মেঝে দেবে, ফেটে ও আস্তর উঠে গেছে। মেঝে ত্রুটিপূর্ণ থাকা বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে রয়েছে কেরানীগঞ্জ উপজেলার বারইকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গাজীপুর জেলার পাবৈর, টোক ও কাপাসিয়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুমিল্লা সদর উপজেলার কালীর বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিলেট সদর উপজেলার জাতীয় শিক্ষা কেন্দ্র, মিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যশোরের অভয়নগর প্রেমবাগ সরকারি বিদ্যালয়, বরিশাল সদর উপজেলার চর আইচা ও বাবুগঞ্জের চরজাপুর এবং পটুয়াখালীর গলাচিপার উত্তর-পূর্ব পানপট্টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। মেঝে দেবে যাওয়া, বড় ধরনের গর্ত হয়ে যাওয়া এবং আস্তর উঠে যাওয়া শ্রেণিকক্ষগুলোতে স্বাভাবিক লেখাপড়া হচ্ছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়।

পাঁচটি বিদ্যালয়ের দরজা-জানালা ভেঙে বা খুলে গেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সাভারের চাকুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কেরানীগঞ্জের নয়াবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাগুরার শ্রীপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার কোনাবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রতিবেদনে আশঙ্কা করা হয়, এ কারণে শিক্ষার্থীরা দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে।

কয়েক দিন আগে কামারখন্দের কোনাবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, দোতলা একটি ভবনের পাশে একতলা একটি ভবন। মাঠের এক পাশে টিনের ছাউনি দেওয়া আরেকটি ঘর। দোতলা ভবনটির দোতলায় উঠতেই দেখা গেল, একটি কক্ষের নাম মাওলানা ভাসানী। কক্ষের দরজার কাঠামো ভাঙা। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে করা ৪ নম্বর কক্ষের দরজার নিচের অংশটি একেবারে খোলা। ভেতরেও একটি দরজাও ভাঙা। তবে প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম জানালেন, অন্য দুটি ভবনের সংস্কার হলেও এই ভবনটি সংস্কার হয়নি।

আইএমইডির প্রতিবেদন বলছে, বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ৫৭ শতাংশ বিদ্যালয়ে এখনো শ্রেণিকক্ষের সংকট রয়েছে। ৭৪ শতাংশ বিদ্যালয়ের আসবাবের সংকট রয়েছে। মাত্র ৬৪ শতাংশ বিদ্যালয়ে টয়লেটের সুব্যবস্থা আছে। সুপেয় পানির ব্যবস্থা আছে ৭৪ ভাগ বিদ্যালয়ে।

সাতটি বিদ্যালয়ে টয়লেট একেবারেই ব্যবহারের অনুপযোগী। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হলো বরিশাল সদর উপজেলার চর আইচা, গোপের হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাবুগঞ্জের চরজাহাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। আর ২২টি বিদ্যালয়ে টয়লেট ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত।

১৯টি বিদ্যালয়ে সুপেয় পানির সমস্যা রয়ে গেছে। এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে সাভারের রেডিও কলোনি ও গাজীপুর সদরের আমবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়নি।

বেঞ্চ-টেবিলেও ত্রুটি : সাতটি বিদ্যালয়ের বেঞ্চ-টেবিলের অবস্থান খারাপ। কয়েকটির বেঞ্চ বেঁকে কিংবা ফেটে গেছে। পাঁচটি বিদ্যালয়ে আসবাবের মান নিম্নমানের। এই বিদ্যালয়গুলো হলো সাভারের চাকুলিয়া, দোসাইদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার কাজিপুরা, শাহজাদপুর উপজেলার কাতানকান্দি ও যুগনিঢাহা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এর মধ্যে কোনো কোনো বিদ্যালয়ে পরিমাণের চেয়ে কম আসবাব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কেরানীগঞ্জের চারিগ্রামে একটি স্টিলের আলমারি, তিনটি চেয়ার ও একটি টেবিল কম দেওয়া হয়েছে।

সরেজমিনে কামারখন্দের কাজীপুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গেলে স্কুলটির সভাপতি মির্জা রেজাউল করিম বলেন, সরকারি প্রতিনিধি ঘুরে যাওয়ার পর বেঁকে যাওয়া বেঞ্চগুলো ঠিক করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ে জলছাদে পানি জমে থাকা তিনটি বিদ্যালয় হলো সাভারের দোসাইদ ও আশুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলা নিশ্চিতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। তিনটি বিদ্যালয়ে দেয়াল কলাম ও বিম ফেটে গেছে।

মাটি পরীক্ষা ছাড়াই ভবন : ২৮টি উপজেলার এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলীর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, প্রকল্পের শুরুতে দোতলাবিশিষ্ট ভবন নির্মাণের সময় মাটি পরীক্ষার কোনো সংস্থান না থাকায় দোতলা ভবনের জন্য মাটি পরীক্ষা করা হয়নি। ৭০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৩টির মাটি পরীক্ষা ছাড়াই ভবন নির্মাণ বা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের অন্যতম দুর্বলতা হিসেবে প্রতিবেদনে বলা হয়, নির্মিত বিদ্যালয় ভবনগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্মাণ-পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ খাতে কোনো আর্থিক সংস্থান না থাকায় ভবনগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না।